বর্ধমান থেকে প্রকাশিত

নতুন চিঠি

https://natunchithi.co.in

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৭ মে, ২০২৫

৪৮ বর্ষ ২১ সংখ্যা ২৬ মে, ২০২৫, সোমবার, ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২

■ Govt. Regd. No. R. N. 32853/78 ■ পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪, মূল্য ২ টাকা

নতুন চিঠির পাশে দাঁড়ান

'নতুন চিঠি' পত্রিকার নিজস্ব আয়ে সারা বছরের খরচ সংকুলান করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। পত্রিকার তরফ থেকে তাই সকল শুভানুধ্যায়ীর কাছে আবেদন, বিগত বছরের ন্যায় এবারও আপনাদের সাধ্যমতো অনুদান দিয়ে পত্রিকার পাশে দাঁড়ান। পত্রিকা প্রকাশের ধারাবাহিকতায় যাতে ব্যাঘাত না হয় তার জন্য সকল শুভানুধ্যায়ীর কাছে সহযোগিতা কামনা করি।

State Bank of India, Burdwan University Branch
Title of Account : Natun Chithi
S/B A/C No. : 10212634603 IFSC : SBIN0002033
QR কোড স্ক্যান করেও টাকা পাঠাতে পারেন।

রাস্তা হোক, তবে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি কৃষক ঐক্যমঞ্চের

নিজস্ব সংবাদদাতা: বর্ধমান, ২৫ মে : খড়গপুর থেকে মোড়গ্রাম চার লেনের জাতীয় সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের কাজ শুরু হতে চলেছে। এর জন্য জমি অধিগ্রহণ করেছে এন এইচ এ আই। বর্তমান মূল্য অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ না দেওয়ায় আন্দোলনে নেমেছে কৃষক ঐক্য মঞ্চ। এই সড়ক পূর্ব বর্ধমান জেলার মধ্যে খণ্ডঘোষ, গলসি-২, ভাতার, মঙ্গলকোট, কেতুগ্রাম ব্লকের উপর দিয়ে যাবে। এর জন্য অধিগৃহীত জমির ন্যায্য ক্ষতিপূরণের দাবিতে কৃষক ঐক্য মঞ্চের ঐক্যবদ্ধ কৃষক আন্দোলন খণ্ডঘোষের বোঁয়াইচণ্ডী এলাকায় সংগঠিত হয়। খণ্ডঘোষ থানার শিবরামবাটী, দৈয়র, সাধনপুর, বোঁয়াইচণ্ডী, উখরীদ, কুলে, গয়েশপুর, এনায়েতনগর মৌজার চাষিরা এই বিক্ষোভ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। কৃষকদের সঙ্গে কোনরকম আলোচনা না করেই কর্তৃপক্ষ প্রতিবিঘা প্রায় ৮ লক্ষ দরে এই জমি অধিগ্রহণের নোটিস পাঠিয়েছে। কিন্তু, বর্তমানে উক্ত মৌজাগুলির শালী জমির দাম ১০ থেকে ১২ লক্ষ টাকা। প্রেরিত নোটিস উল্লেখিত আছে, জাতীয় সড়ক আইন ১৯৫৬ মোতাবেক মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।।

কিন্তু, এ বিষয়ে ২০১৩ সালের আইন যেহেতু কার্যকর হয়ে গিয়েছে, ২০১৩ সালের জমি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী জমির মূল্য নির্ধারণ হওয়া উচিত। বর্তমান জেলাশাসক চাষিদের সঙ্গে কোনওরূপ আলোচনা ছাড়াই এক তরফা নোটিস অধিকৃত জমির চাষিদের পাঠাচ্ছেন। এই মৌজাগুলির তিনফসলি জমির বর্তমান মূল্য ৩০ হাজার টাকা প্রতি ডেসিমেল। কিন্তু, কর্তৃপক্ষ প্রেরিত নোটিসের ধার্য করেছেন ২০ হাজার টাকা প্রতি ডেসিমেল। বিষয়টি জানিয়ে জেলাশাসকের দপ্তরে বার বার আলোচনা করার সময় প্রার্থনা করলেও কর্তৃপক্ষ বিষয়টিকে এড়িয়ে গিয়েছে। তিনফসলি এই জমিগুলির সঙ্গে চাষিদের জীবন-জীবিকা জড়িয়ে। উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ছাড়া এই জমি অধিগ্রহণ না করতে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে কৃষক ঐক্য মঞ্চ। মঞ্চের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। বহু উদ্বাস্তু মানুষের পাট্টা নেই। ফলে, বহু মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়বে। এই উদ্বাস্তু ভূমিহীন মানুষদের উপযুক্ত পুনর্বাসনের দাবি জানিয়েছে কৃষক ঐক্য

—এরপর চারের পাতায়

শান্তি ও সম্প্রীতির মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২০ মে : যারা শান্তি ও সম্প্রীতির চেয়ে সোচ্চার, তাদের হেনস্থা করা হচ্ছে। অথচ যারা মিথ্যা প্রচারে যুদ্ধের উন্মাদনা ও সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ছড়াচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে সরকার নিশ্চুপ। এই প্রশ্ন তুলে কালনা-২ ব্লকে যুদ্ধ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে, শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে মিছিল হয়। সিপিআই(এম) কালনা-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে মিছিল শুরু হয় সিঙ্গেরকোন থেকে। বেশ কিছু এলাকা পরিক্রমার পর সেনেরডাঙ্গায় মিছিল শেষে পথসভা হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ শাহ, জয়দীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ।

যুদ্ধ উন্মাদনার ধর্মীয় জিগিরে বিভাজনের রাজনীতিকে ধিক্কার জানিয়ে পূর্বস্থলী-১ ব্লকের পাঁচটি স্থানে শান্তি ও সম্প্রীতির মিছিল হয়। মিছিল শেষে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় নাদনঘাট বাজার, নাদনঘাট মোড়, শ্রীরামপুর ফকিরতলা, দোগাছিয়া বাজার এবং জাহাননগর বেতপুকুর গোলারহাট বাজারে। আগামী ৯ জুলাই সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘট সফল করতে হবে।

শহিদ দিবসে রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৩ মে : রক্তদান ও মরণোত্তর দেহদান কর্মসূচি মধ্য দিয়ে শহিদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতিতে। শিবশঙ্কর চৌধুরীর ৫৫তম শহিদ দিবস যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয় শিবশঙ্কর চৌধুরীর মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করেন সংস্থার সভাপতি ডাঃ তুষারকান্তি বটব্যাল, অছিপরিষদ সভাপতি ধীরেন্দ্রনাথ সুর, অমল হালদার, সম্পাদক সম্বরণ প্রামাণিক, ডাঃ গীষ্পতি চক্রবর্তী, ডাঃ সুধাকর মণ্ডল, অধ্যাপক অরবিন্দ দাস, সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। স্মৃতিচারণা করেন ধীরেন্দ্রনাথ সুর ও অরিন্দম কোঙার। শহিদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতির কর্মধারা

—এরপর চারের পাতায়

মেমারির মহেশডাঙ্গা ক্যাম্পে ২৫ মে ইউ.সি.আর.সির সহযোগিতায় শহীদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতির স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির পরিচালনা করছেন ডাঃ গীষ্পতি চক্রবর্তী ও ডাঃ বাসুদেব রায়চৌধুরী।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৭তম জন্মদিনে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ।

গণনাট্য সংঘের ৮৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা : ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ৮৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল কাছারি রোডে। এই অনুষ্ঠানে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, বর্ধমান শহর কমিটির সভাপতি অরুণাভ চক্রবর্তী। গণনাট্যের ইতিহাস এবং বর্তমান সময়ে সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবে গণনাট্যের শিল্পীদের ভূমিকা এই বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি অরুণাভ চক্রবর্তী।

তাপপ্রবাহ নিয়ে আলোচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৪ মে : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে জাগরী সভাগৃহে তাপ প্রবাহ বা হিট ওয়েভ-এর উপর একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন ডাঃ স্বপন বণিক, ডাঃ গীস্পতি চক্রবর্তী ও অমিত বিশ্বাস। তাপপ্রবাহের কারণে কী কী শারীরিক ক্ষতি হতে পারে ও তার আশু সমাধান সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা হয়। উপস্থিত প্রতিনিধিদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর নিয়েও আলোচনা হয়। সদ্য প্রয়াত বিজ্ঞানী ডঃ জে বি নারলিকার এবং ডঃ সরোজ ঘোষের স্মৃতি চারণা করা হয়। আলোচনা করেন জেলা সম্পাদক আশুতোষ পাল। সঞ্চালনা করেন চন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়।

যুদ্ধ উন্মাদনায় আম চাষিদের সর্বনাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২০ মে : ভারত পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ উন্মাদনায় সর্বনাশ ডেকে এনেছে পূর্বস্থলীর আম কৃষকদের। কারণ হিসাবে কৃষকরা জানান এবছর পাকিস্তান, আরব, বাংলাদেশের মতো দেশগুলিতে আম রপ্তানি একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। এমনকি আমেরিকা ভারতের রপ্তানি করা আম ফেরত পাঠিয়েছে। তাই ফলন ভালো না হওয়া সত্ত্বেও আমের দাম একেবারে তলানিতে। গত বছর যে আম বাগান থেকেই বিক্রি হয়েছে ৫০ টাকা কেজি দরে। এবার সেই আম বিক্রি হচ্ছে ২০ থেকে ২৫ টাকা কেজি। তাই কৃষকদের দাবি এবছর উৎপাদন খরচটুকু পর্যন্ত উঠবে না। উল্লেখ্য বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে চিরাচরিত ফসল চাষ কমিয়ে দিয়ে বিকল্প ফসলের চাষ শুরু হয়েছিল। পূর্বস্থলীর বেশকিছু কৃষক বিকল্প চাষ হিসেবে আমের বাগিচা তৈরি করার দিকে ঝুঁকেছিলেন। তাতে সাফল্য ও সুনাম হয়েছিল পূর্বস্থলীর। পূর্বস্থলীর আম বাংলার সুস্বাদু আম হিসাবে পুরস্কৃত হয়েছে। রাজ্য সরকারের আম উৎসবে সেরা বিবেচিত হয়েছে। শুধু বাংলা নয় পূর্বস্থলীর হিমসাগর, গোলাপখাস, ল্যাংড়া, মিঠুয়া প্রভৃতি আমের কদর রয়েছে ভিনরাজ্যেও। কিন্তু এবছর যুদ্ধ উন্মাদনায় বিদেশ তো বটেই এই দেশের বিভিন্ন রাজ্যের খরিদ্দারও আম কিনতে আসছে না পূর্বস্থলীতে। তাই মাথায় হাত এখানকার আম কৃষকদের।

কালনায় কৃষিক্ষেত্রে ড্রোনের ব্যবহার শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৪ মে : কালনায় কৃষিক্ষেত্রে ড্রোনের ব্যবহার শুরু হয়ে গেল। কালনা থানার ধাত্রীগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলকুলি গ্রামে ড্রোনের সাহায্যে পাটের জমিতে কীটনাশক স্প্রে করা হয়। বিশেষজ্ঞদের কথায় কৃষিক্ষেত্রে ড্রোন সম্পদের ব্যবহার সর্বোত্তম করে খরচ সাশ্রয় করে। ডেটা অ্যানালিটিক্স সার এবং কীটনাশকের ব্যবহার ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমাতে পারে। যার ফলে পরিচালন ব্যয় এবং পরিবেশগত প্রভাব হ্রাস পায়। কায়িক শ্রমের উপর নির্ভরতার কম ফলে ব্যয় সাশ্রয় হয়। কৃষি দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী কালনা মহকুমায় আট হাজার হেক্টর জমিতে এবছর পাট চাষ হয়েছে। ড্রোনের সাহায্যে এদিন পাটের জমিতে কীটনাশক স্প্রে করে বেলকুলি

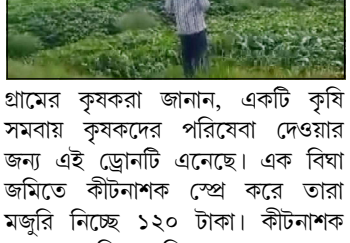

গ্রামের কৃষকরা জানান, একটি কৃষি সমবায় কৃষকদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য এই ড্রোনটি এনেছে। এক বিঘা জমিতে কীটনাশক স্প্রে করে তারা মজুরি নিচ্ছে ১২০ টাকা। কীটনাশক কৃষককে কিনে দিতে হচ্ছে। এতে জমিতে কীটনাশক কমতো লাগছেই, পাশাপাশি স্প্রে করার মজুরিও অনেকটা কম লাগছে।

মননশীল প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় সমৃদ্ধ

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা-২০২৫

প্রকাশিত হচ্ছে সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে।

লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ১৫ জুলাই।
লেখা মেইল-তে লেখা পাঠান ইউনিকোর্ডে কম্পোজ করে।
sharadiyanc@gmail.com

নতুন চিঠি

২৬ মে, ২০২৫

শিরায় সিঁদুর

গত মাসে কাশ্মীরে পহলগাঁও-এ সন্ত্রাসবাদী হামলার পর গোটা দেশ এককাট্টা হয়ে এর প্রতিকার চেয়েছিল। চেয়েছিলেন কাশ্মীরবাসীরাও। ধর্মীয় পরিচয়ে যাঁরা সংখ্যালঘু, সর্বাত্মক ধর্মঘট করে তাঁরা বার্তা দিয়েছিলেন যে, ধর্মপরিচয়ের ভিত্তিতে সাধারণ দেশবাসীর এই অন্যায় নিধন তাঁরা অনুমোদন করেন না। বিরোধীরা প্রধানমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে সন্ত্রাসদমনে ঐকমত্য গঠনে সাহায্য করেছিল। মিডিয়ায়, সমাজমাধ্যমে যুদ্ধ-যুদ্ধ উস্কানি অগ্রাহ্য করে দেশের সেনাবাহিনী লক্ষ্য স্থির করতে সময় নিয়েছিল। ৭ মে পাকিস্তানের সামরিক কেন্দ্র ও সাধারণ নাগরিকদের বাসস্থল এড়িয়ে সন্ত্রাসবাদীদের আখড়া গুঁড়িয়ে দিয়েছিল সেনাবাহিনী। এই পদক্ষেপ, যা 'অপারেশন সিঁদুর' বলে নামকৃত হয়েছে, দেশের সামরিকবাহিনীর শৌর্য, কৌশল, দক্ষতা বিষয়ে দেশবাসীকে নিঃসন্দেহে গর্বিত করেছে।

মুশকিল হলো সামরিক বাহিনীর কৃতিত্ব সরকারের কৃতিত্ব বলে আত্মসাৎ করতে নেমে পড়েছে গৈরিকবাহিনী। আরো যেটা উদ্বেগের, এটাকে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষকে বাড়ানোর একটা মওকা হিসেবে দেখছে তারা। তা না হলে সেনা অভিযানের বিষয় জনসমক্ষে আনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্নেল সোফিয়া কুরেশিকে মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী বিজয় শাহ হঠাৎ কেন 'সন্ত্রাসবাদীদের বোন' বলে আখ্যায়িত করতে যাবেন? এবিষয়ে বিজেপি দলের অনুমোদন না থাকলে তাঁকে মন্ত্রীসভা থেকে তৎক্ষণাৎ বহিষ্কার করা হতো। তা হয়নি। উল্টে অশোকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আলি খান মাহমুদাবাদকে ফেসবুক পোস্টের জন্য গ্রেপ্তার করে হরিয়ানার পুলিশ। তাঁর অপরাধ? তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা প্রসঙ্গে 'hate mongering' বা ঘৃণা-ব্যবসার নিন্দা করেছিলেন।

সবচেয়ে আক্ষেপের বিষয় স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাসদমনকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। তা যদি না হবে অনর্থক তিনি তাঁর ধমনীতে রক্ত নয় সিঁদুর প্রবাহিত হচ্ছে বলতে যাবেন কেন? সিঁদুরের উল্লেখ যে সেনাবিভাগের কৃতিত্ব আত্মসাৎ-এর কৌশলমাত্র, সবাই বোঝে। সামরিক অভিযান থেকে রাজনৈতিক ফয়দা তোলায় যে তাঁর আপত্তি নেই আরো স্পষ্ট হয় যখন পাইলটের সামরিক পোষাকে প্রধানমন্ত্রীর ছবি গৈরিক আইটি সেল থেকে ভাইরাল করা হয়। সামরিক সাফল্যকে ব্যক্তিসাফল্য হিসেবে সামনে আনা এবং সন্ত্রাসবিরোধী জনমতকে সংখ্যালঘু অপরায়নের নতুন সুযোগ হিসেবে দেখা, দুটোই শুধু আপত্তিকর নয়, ক্ষতিকর। এ বিষয়ে দেশবাসীকে সতর্ক করার দায়িত্ব বিরোধীদের।

বিদ্রোহী কবি ও নেতাজি

শুভেন্দু চ্যাটার্জী

কাজী নজরুল ইসলাম ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু দুজনেই বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে উজ্জ্বল নক্ষত্র। কাজী নজরুল ইসলামের থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বয়সের দিক থেকে প্রায় দুই বছরের বড়। পোশাক-আশাকের দিক থেকে দুজনের মধ্যেই মিল ছিল। শুধু পোশাক নয়, স্বদেশপ্রেম, ধর্মনিরপেক্ষতা ও প্রগতিশীলতায় উভয়েই ছিলেন একই পথের পথিক।

ছাত্র অবস্থায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সারাদিনই আর্তজনের সেবায় অংশগ্রহণ করতেন। বিবেকানন্দের idea ছিল সুভাষচন্দ্র বোসের idea। অপরদিকে কাজী নজরুল ইসলাম মাত্র ৯ বছর বয়সে পিতৃহীন হয়েছিলেন। দরিদ্রতার কারণে তিনি লেটো দলে যোগদান করেন। ১৯১৭ সালের মাঝামাঝি দশম শ্রেণির প্রথম স্থানাধিকারী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও গোপনে করাচিতে চলে যান সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেবার জন্য।

নজরুল ইসলামের উদ্যোগে ১৯২০ সালে সান্ধ্য 'নবযুগ' প্রকাশিত হয়। এই নবযুগ পত্রিকার মাধ্যমে সুভাষচন্দ্র প্রথম কাজী নজরুল ইসলামের নাম শোনেন। সেই থেকেই সুভাষচন্দ্র কাজী নজরুল ইসলামের ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। এবং তাঁর খোঁজ-খবর নিতেন। দুজনার মধ্যে ঘনিষ্ঠতার আরেকটি উল্লেখযোগ্য কারণ, চিত্তরঞ্জন দাশের পত্নী বাসন্তী দেবীর খুবই স্নেহভাজন ছিলেন এই দুই মহান ব্যক্তি। সান্ধ্য নবযুগে প্রকাশিত সম্পাদকীয়গুলি নিয়ে নজরুলের প্রথম গদ্যগ্রন্থ 'যুগবাণী' প্রকাশিত হয়। এটি নজরুলের প্রথম গ্রন্থ এবং ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রথম বাজেয়াপ্ত গ্রন্থ। এরপর ১৯২২ সালে 'ধূমকেতু' পত্রিকাটি কাজী নজরুলের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ওই পত্রিকার প্রথম সংখ্যার ৬ পৃষ্ঠায় লেখেন ''শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় কদিন আগে মুক্তি লাভ করেছেন। দেশভক্ত এই কর্মবীর আবার মায়ের পূজার মঙ্গলঘট বসাবেন। সন্তান তাঁর সাধনায় ডুবে থাকুন। বরাভয় করা মা আসবেনই।'' ধুমকেতু পত্রিকার ২৯ সংখ্যায় নজরুল সুভাষচন্দ্র বিষয়ে আরেকটি সংবাদ উল্লেখ করেন ''মহা সমিতি ও ভাবী সভাপতি দেশবন্ধু দাস মহাশয় বুধবার রাতে গয়া যাত্রা করেছেন। তাঁর সঙ্গে সহধর্মিনী ও অন্যান্য অনেক কংগ্রেস কর্মী এবং শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুও গিয়েছেন।'' আসলে সেইবার গয়ায় জাতীয় মহা সমিতির সপ্তাহব্যাপী আয়োজন হয়েছিল। অর্থাৎ নেতাজীর কথা নজরুল তাঁর পত্রিকায় বর্ণনা করতেন। ১৯২২ সালে ধূমকেতু পত্রিকার মাধ্যমেই নজরুল ইসলাম

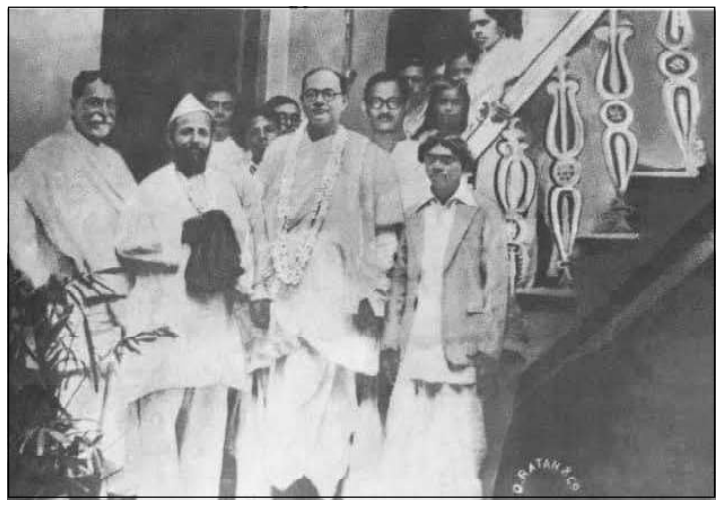

প্রথম ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরবর্তীকালে নেতাজিও ১৯২৮ সালে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের বদলে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন।

১৯২৪ সালের হুগলি জেলায় চার মাস ধরে সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলে। এটির প্রচারের দায়িত্বে ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। আর তারকেশ্বরের মন্দিরের মাঠে সত্যাগ্রহ আন্দোলন উদ্বোধন করতে উপস্থিত ছিলেন সুভাষচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন দাস, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ স্মরণীয় ব্যক্তিবর্গ।

এই সময় অর্থাৎ ১৯২০-২১ সাল নাগাদ গান্ধীজি বলতেন এক বছরের মধ্যে স্বরাজ আসবে কিন্তু সুভাষচন্দ্র এতে সংশয় প্রকাশ করতেন। কাজী নজরুল ইসলামও সুভাষের কথা ব্যক্ত করেন। ১৯২০ সালে নবযুগ পত্রিকা ও 'সাম্যবাদী' ও 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থে স্বরাজের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও ভাঁওতার বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সচেতন করতে চেয়েছিলেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস গ্রেপ্তার হলে তাঁর পত্রিকা 'বাঙ্গলার কথা' প্রকাশের ক্ষেত্রে দেশবন্ধুর পত্নী বাসন্তী দেবীকে নজরুল সাহায্য করতেন। এবং ওই পত্রিকাতেই নজরুল লিখেছিলেন তাঁর কবিতা, যা পরে 'ভাঙার গান' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। যার প্রথম চরণটি ছিল ''কারার ঐ লৌহ কপাট/ ভেঙে ফেল কররে লোপাট/রক্ত জমাট/ শিকল পূজার পাষাণ-বেদী।'' নজরুল-এর এই গানের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ সুভাষচন্দ্রকে আকৃষ্ট করেছিল। সুভাষচন্দ্র বসু তখন কারারুদ্ধ ছিলেন। জেলখানাতে বসেই তিনি এই গানটি শুনে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে ওঠেন। পরে অনেক সভা সমিতিতে সুভাষচন্দ্র নজরুলকে এই গানটি গাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। 'কাণ্ডারী হুশিয়ার' শুনে নেতাজি উল্লেখ করেছিলেন ''কারাগারে আমরা অনেকেই যাই, কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে সেই জেল জীবনের প্রভাব খুব কমই দেখতে পাই। কারণ অনুভূতি কম। কিন্তু নজরুল যে জেলে গিয়েছিলেন, তার প্রমাণ তার লেখার মধ্যে অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। এতেও বুঝা যায় তিনি একটা জ্যান্ত মানুষ।'' নেতাজি আরও উল্লেখ করেন ''নজরুলের লেখার প্রভাব অসাধারণ। তার গান পড়ে আমার মত বেরসিক লোকেরও জেলে বসে গান গাইতে ইচ্ছা হতো। আমাদের প্রাণ নেই তাই

—এরপর চারের পাতায়

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল স্মরণে

শিবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যের আকাশে ধূমকেতুর মতো উদয় হয়েছিলেন 'বিদ্রোহী কবি' কাজী নজরুল ইসলাম। ১৮৯৯ সালের ২৪ মে (১৩০৬ সালের ১১ জ্যৈষ্ঠ) বর্ধমান জেলার (বর্তমানে পশ্চিম বর্ধমান) চুরুলিয়া গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম। কবির বাবার নাম কাজী ফকির আহমদ এবং মা-এর নাম জাহেদা খাতুন। নজরুল পিতৃহারা হন বাল্যকালে। ফলে ছাত্রাবস্থাতেই পড়াশোনা ছেড়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীর করাচির বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দেন। যদিও আসল উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের রণকৌশল শিখে দেশ স্বাধীন করার জন্য ব্রিটিশ-বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে সামিল হওয়া। অবশ্য ১৯২০ সালে ওই বেঙ্গল রেজিমেন্ট ভেঙে দেবার পর তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন এবং কাব্যরচনায় পুরোপুরি মনোনিবেশ করেন। ১৯২১ থেকে ১৯২৪ সাল ছিল তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির সময়কাল। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে নজরুলের সাহিত্য-জীবনের ইতিহাসে এক বিশেষ স্মরণীয় অধ্যায়ের সূচনা হয়। এই বৎসরে আগস্ট মাসে বিদ্রোহী কবির 'ধূমকেতু' সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়।

এই সময় চলছিল সারা দেশে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন। এই পটভূমিতে রচিত নজরুলের বহু কবিতা ব্রিটিশ সরকার নিষিদ্ধ করে এবং কবিকে কারারুদ্ধ হতে হয়। এছাড়া তাঁর কাব্যসাধনায় প্রথম থেকেই প্রতিফলিত হয়েছে নির্যাতিতের দুঃখ-বেদনা। যেখানেই মানুষ লাঞ্ছিত হয়েছে, পদদলিত হয়েছে সেখানেই তাঁর অগ্নিবীণা বেজে উঠেছে। বিশেষ করে 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের 'বিদ্রোহী' কবিতা লিখে তিনি 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে বিখ্যাত হন।

'বিদ্রোহী' কবিতায় ঝলসে উঠেছে মসি, অসি হয়ে। কবি প্রতিবাদ জানিয়ে লিখেছেন—

''যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস
যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ।''

যেখানেই তিনি নিপীড়িতের ক্রন্দন রোল শুনেছেন, সেখানেই তিনি তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়ে গর্জে উঠেছেন—

''আমি সেই দিন হবো শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হবো শান্ত।''

এই প্রতিবাদের ভাষাই বিদ্রোহী কবিকে আর্তের কবি করে তুলেছে। তাঁর সহৃদয় অনুভব দিয়ে তিনি পীড়িত লাঞ্ছিত মানুষদের বোঝাতে চেয়েছেন—'আমি তোমাদেরই লোক'।

নজরুলের কাছে সাহিত্য ছিল মানুষের সাহিত্য। ধর্ম নয়, দেবতা নয়, মূল বিষয় ছিল মানুষ। মানব প্রেমই ছিল তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তিনি ছিলেন মানবতাবাদী। নজরুলের বিদ্রোহ শুধু রাজনৈতিক ছিল না। নানা সামাজিক কুসংস্কার ও ধর্মীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধে তিনি সমান সোচ্চার ছিলেন। জাতপাতের অসারতা বোঝাতে তিনি গেয়েছেন—

''একই বৃন্তে দুটি কুসুম / হিন্দু মুসলমান
মুসলিম তার নয়ন মণি / হিন্দু তাহার প্রাণ।''

সাম্যের গান গেয়ে বলেছেন—

গাহি সাম্যের গান,
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম খ্রীশ্চান।

আবার বলেছেন—

''গাহি সাম্যের গান,
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।
নাই দেশ-কাল পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি,
সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।''

ঈশ্বর সন্ধানকে বলেছেন—

''কে তুমি খুঁজিছ জগদীশে ভাই আকাশ পাতাল জুড়ে
কে তুমি ফিরিছ বনে জঙ্গলে, কে তুমি পাহাড়-জুড়ে?
হায় ঋষি দরবেশ,
বুকের মানিকে বুকে ধরে তুমি খোঁজ তাঁরে দেশ-দেশ।''

নারী-পুরুষের সমতা বন্দনায় 'নারী' কবিতায় বলেছেন—

''আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণ কর।
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।''

এইভাবে নজরুল তাঁর সাহিত্যে হিন্দু ও ইসলাম সভ্যতা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, দর্শন, দেশাত্মবোধ, স্বাধীনতা সংগ্রাম চিন্তা, ভারতীয়ত্ব এবং বাঙালিয়ানাকে এমন ঐক্যসূত্রে বেঁধে তুলেছেন যার কোনো তুলনা আমাদের দেশে নেই। তিনি যেন এক অলৌকিক দেবদূত যিনি হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান-জৈন-বৌদ্ধ-শিখ ও পারসিক ধর্মসম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে তাদের অন্তর্জীবনের ব্যথা বেদনাকে ও বহির্জীবনের সমস্যাকে প্রীতি দিয়ে, সমবেদনা দিয়ে ও আন্তরিক স্পর্শ দিয়ে অনুভব করে তা দূরীভূত করার চেষ্টা করেছেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ অনুরাগী ও ভাবশিষ্য নজরুলও বলতে চেয়েছেন যে—

''জগৎ জুড়িয়া আছে এক জাতি সে জাতির
নাম মানুষ জাতি। এক পৃথিবীর স্তনে লালিত,
একই রবি শশী মোদের সাথী।''

কবির জীবনের শেষ প্রায় ৩৪ বছর বাকশক্তি ও স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ভীষণভাবে অসুস্থতার মধ্যে কাটে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে। ওই দেশের সরকার ১৯৭২ সালে কবিকে বাংলাদেশে নিয়ে যায় এবং জাতীয় কবির সম্মান দেয়। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট বাংলাদেশেই তিনি প্রয়াত হন এবং ওখানেই তাঁকে কবর দেওয়া হয়।

ভারত স্বাধীন হওয়ার সময় বাংলা ভাগ হয়ে যায়। কিন্তু নজরুল ভাগ হলেন না। তিনি উভয় বাংলারই প্রিয় কবি হয়ে রইলেন। সাহিত্যিক অন্নদাশংকর রায় সঠিকভাবে লিখেছেন—

''ফুল হয়ে গেছে বিলকুল / আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয়নি কো নজরুল।''

সত্যই কাজী নজরুল ইসলাম দুই বাংলার সর্বজনশ্রদ্ধেয় কবি। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বিনম্র সশ্রদ্ধ প্রমাণ জানাই।

অন্য সংস্কৃতি

পরবাসে

কাকলি ঘোষ

জাকির পিঠের ব্যাগটায় জামাকাপড় ভাঁজ করে গোছাচ্ছে। সালমা রসুইঘরে ভাত চাপিয়েছে কাঠের জ্বালে। বার বার চোখ মুছছে শাড়ির আঁচলে। কতটা ধোঁয়ায় আর কতটা দুঃখে তা আন্দাজ করতে পারে জাকির। আজ রাতের ট্রেনে জাকির চলে যাবে সুরাট। রহিম চাচা, ভুবন মাঝি, সনাতন আর করিম এই চারজন গাঁয়েরই জাভেদ আলির সঙ্গে সুরাট যাবে। ওখানে রাজমিস্ত্রীর কাজ করবে। জাভেদ আলি বড় প্রমোটার। প্রতি বছরই ঈদের সময় বাড়ি এসে যাবার সময় গ্রামের দু-চার জনকে নিয়ে যায় সুরাটে। জাকির অনেকদিন ধরেই জাভেদকে সাধছে। গ্রামে কোনো কাজ নেই। একশো দিনের কাজ বন্ধ, চাষেও খেটেছে। কিন্তু দিনমজুরি করে এতগুলো পেট চালাবে কী করে? নয় নয় করে পাঁচজন লোক ওর পরিবারে। আব্বু, আম্মি, সালমা আর ছেলে মাসুদ। মাসুদ স্কুলে পড়ে। আর একজন আসছে। এতগুলো পেটের ভাত কোথা থেকে জোটাবে ভেবে ভেবে আকুল জাকির। আব্বুর শরীর ভালো না। বিছানা থেকে উঠতে পারছে না। আব্বুকে যে ডাক্তার দেখাবে তারও টাকা নেই জাকিরের কাছে।

জাকির উঠোনে নেমে আসে। দেখে আম্মি একটা শিশিতে কী ভরছে আর চোখ মুছছে।

—আম্মি শিশিতে কী ভরছো?

—একটু কাসুন্দি দিচ্ছি। নিয়ে যা বাপ, পান্তা ভাতে খাবি।

—আম্মি, ওখানে কি ভাত পাব? ডাল রুটি খেয়েই পেট ভরাতে হবে।

—সে যা হোক। একটু কাসুন্দি দিচ্ছি নিয়ে যা বাপ। কী খাবি, কী করবি বিদেশ বিভুঁয়ে আল্লা জানে।

জাকির এসে মায়ের পিঠে হাত দেয়—আম্মি শুধু শুধু এতো ভাবছো। সব ঠিক হয়ে যাবে। এখানে কোনো কাজ নেই দেখছো তো। দু'মাস আমরা সবাই একবেলা খেয়ে আছি। তাও তুমি পুকুরের শাক পাতা তুলে আনো। ছেলেটার মুখে কতদিন মাছ দিতে পারিনি। ও এতো গোস্ত ভালোবাসে সেও কতদিন বন্ধ। ওখানে গেলে যদি কিছু সুরাহা হয় তা তো ভালো। তুমি যদি ভেঙে পড়ো সালমাকে কে সামলাবে? দেখছো তো ওর এই অবস্থা।

—হ্যাঁ বাপ সবই তো বুঝছি। কিন্তু মন তো মানছে না। নে তুই গোসল করে নে, ট্রেন তো বহরমপুর থেকে।

—হ্যাঁ আম্মি। তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করো। দুপুরের আজানের আগেই বোরোতে হবে।

খাওয়া দাওয়া সেরে কয়েকটা শুকনো রুটি আর আচার বেঁধে দুপুরের আজানের আগেই ওরা চারজন বেরিয়ে পড়ে। জাকিরের মনটা ভারি হয়ে ওঠে। দরজায় দাঁড়িয়ে আম্মি, সালমা, মাসুদ। যাবার আগে সালমাকে একটু আদরও করা হলো না। মাসুদ সঙ্গে যাবার জন্য বায়না করছে। আম্মি ওকে ভোলাবার চেষ্টা করছে। জাকির আম্মিকে সালাম করে বেরিয়ে পড়ে। কানে ভেসে আসছে মাসুদের কান্না—আব্বু, আব্বু, আমি যাব তোমার সাথে...। জাকিরের চোখেও পানি এসে যায়।

।। দুই ।।

আজ রোববার, কাজ বন্ধ। জাকির সনাতন, করিম চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছে। এখানে থাকতে থাকতে ওদের কথা কিছুটা বুঝতে পারে ওরা। কিন্তু একটা ঘটনা ঘটছে কাশ্মীরে। পহেলগাঁও না কোথায় যেন। জঙ্গিরা হিন্দু পর্যটকদের ওপর গুলি চালিয়েছে। তাই নিয়ে আলোচনা চলছে।

—হামারা দেশ মে সব বিধর্মী লোক কাঁহাসে ঘুস গয়া ওউর ইঁহাকা সিটিজেন বন গ্যয়া। সব ঝুট ঝামেলা তকলিফ উস বাহার লোগোনে কিয়া। একজন বুড়ো মানুষ বলে ওঠে।

—দেখো হামারা সুরাট মে কিতনা ভিনদেশী আদমি আয়া ইঁহা কাম করনেকে লিয়ে, ইঁহাসে কামায়া অউর রুপেয়া দেশমে ভেজতা রহা। বেজাত আদমি কেয়া খাতে হ্যায় কেয়া পিতে হ্যায় নেহি মালুম। রাম রাম। একজন বলে ওঠে।

জাকির আর করিম মুখ চাওয়াচায়ি করে। এত রাগ ওদের ওপর বিদেশ বিভুঁয়ে। এখানে বাঁচতে পারবে তো? ওরা আর বেশিক্ষণ চায়ের দোকানে বসে না। ডেরায় ফিরে যায়। ডেরা বলতে যে ফ্ল্যাট বাড়ি হচ্ছে তার দু'তলাটা। জানালা নেই দরজা নেই শুধু কাঠামো উঠেছে। দুপুরের লু হাওয়া হু-হু করে ঢোকে। বৃষ্টি এলে বৃষ্টির ছাটে জামাকাপড়, বাসনপত্র সব ভিজে যায়। তবুও যা হোক ডেরা। কাজ সেরে গোসল করে একটু জিরোয়। মোবাইলে গান শোনে। বাড়িতে ফোন করে না হলে নিজেদের মধ্যে গালগল্প করে।

রবিবারের বিকেল শুনশান, চায়ের দোকানে গেছিল ওরা চা খেতে। দোকানে যে ক'জন ছিল ওদের দিকে কেমন একটা চোখ জরিপ করছিল, ওদেরও অস্বস্তি হচ্ছিল। একজনের কথা কানে এলো : বাহার সে আয়া, কেয়া খাতা হ্যায় কেয়া পিতা হ্যায় নেহি মালুম, ইয়া সব আদমি বিধর্মী। ইনলোগনে পহেলগাঁওমে হামারা বেরাদরিকা লোগোকো কোতল কিয়া।

সনাতন জাকিরের দিকে তাকায়— চল জাকির আমরা ডেরায় ফিরে যাই।

ওরা ডেরায় ফিরে আসে। এদের কেমন ভয় ভয় করে। জাভেদ আলিকে ফোন করে—ভাইসাব এখানকার হালচাল ভালো ঠেকছে না, কিছু হবে না তো!

—আরে ছাড়। বেকার ভয় পাস না। আমি তো আছি। তোরা আমার লোক কোনো ভয় নেই। নে রাতের খানা খেয়ে শুয়ে পড়, কাল তিন তলায় গাঁথনি দেব।

ওরা শুয়ে পড়ে। হঠাৎ ভারি বুটের শব্দে ঘুম ভেঙে যায় জাকিরের। এত রাতে কারা আসছে? টর্চের তীব্র আলোতে ওরা ধড়মড় করে উঠে বসে। তিন চারজন পুলিশ খোলা দরজায় এসে দাঁড়ায়। জাকিরের পিছনে লাথি কষিয়ে বলে—এ কাঁহাসে আয়া? মোবাইল কিঁউ চুরি কিয়া?

—না স্যার আমরা মোবাইল চুরি করিনি।

—আলবত কিয়া। চায়ে কী দুকান সে এক বুড়ো বুজুরক কা মোবাইল চুরি কিয়া। যাদা চালাক মত বনো।

—বিশ্বাস করুন স্যার, আমি চুরি করিনি। জাকির হাত জোড় করে বলে।

করিম আর বাকিদের গলা শুকিয়ে যায় ভয়ে। পুলিশ করিমের জামার কলার ধরে দাঁড় করায়—কাঁহাসে আয়া?

—বাংলা থেকে স্যার। পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ থেকে।

—ঝুট মত বোলো, তুম লোক বাংলাদেশ সে আয়ে হো। বর্ডার ক্রস করকে মুর্শিদাবাদমে ইঁহা ঘুস আয়া। তুম লোগ গুসপেটিয়া হো।

—না স্যার আমরা বাংলার লোক, আমরা ভারতীয়। এই দেখুন আমাদের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড।

—ওসব জাল আছে। চল থানেপে চল।

জাকির আর করিমকে মারতে মারতে পুলিশের গাড়িতে তোলে। থানায় নিয়ে গিয়ে অকথ্য গালিগালাজ, মারধোর করে। থানায় গিয়ে ওরা দেখে ওখানে অনেককেই তুলে এনেছে। কেউ হয়তো দোকানের কর্মচারী, কেউ দিনমজুর, কেউ ডেলিভারি বয়, এইসব। সবাই ভিন রাজ্য থেকে এসেছে। কাউকে দিয়েছে গরুচোরের তকমা, কাউকে চোরের অপবাদ, কাউকে নারীঘটিত অপবাদ, সারা রাত ওদের থানায় আটকে রাখে। ভোরে ওদের মোবাইল, ঘড়ি, আধার কার্ড সব কেড়ে নিয়ে থানা থেকে ওদের ছেড়ে দেয়।

ওরা আটজন একই লকআপে ছিল। জাকির খোঁড়াতে খাঁড়াতে জামিরের হাত ধরে বেরোয়। বাসে ওঠবার পয়সা নেই। তারা কি এখানে আর কাজ করতে পারবে? এ প্রশ্ন আট জনেরই। দেশে ফিরে গেলে খাবে কী? ওখানেও তো কোনো কাজ নেই। বাপ-ঠাকুর্দার দেশ তাদের। আজ তারা নিজের দেশে নিজের মাটিতে পরবাসী। তারা অনুপ্রবেশকারী? তাদের পূর্বপুরুষ তো এই দেশেই জন্মেছে। এই দেশের বাতাসেই শ্বাস নিয়েছে, স্বাধীনতার আন্দোলনে তারাও তো কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছে। তবে কেন তারা আজ অনুপ্রবেশকারী? এর উত্তর কে দেবে? লজ্জিত অপমানিত ভারতীয় সংবিধান? এর উত্তর জাকিরের জানা নেই।

অতি সাধারণ মেয়ে

নলিনীরঞ্জন সরকার

আমি এক অতি সাধারণ মেয়ে
সবাই সব বিষয়ে উন্নত আমা চেয়ে
নাই রূপ, নাই বিদ্যা, নাই পরীক্ষা পাস
বাপের ভাঙা একতলায় কোনো মতে বাস।

আছে কেবল সকলকে ভালোবাসার মন
শক্ত দু-হাতে কাজ করার শক্তি সর্বক্ষণ
রোগে ভোগা বাপের মৃত্যুতে কেঁদেছি কত দিন
পঙ্গু মায়ের রাত জাগা সাথী কর্মহীন।

অতি সাধারণ বলে লোভ সকলের আমার পর
কিন্তু জুটল না এতদিন আমার জীবনে কোনো বর
তা-ও কাটছিল দিনরাত আধপেটা খেয়ে
শয়তানের হাত এগিয়ে এল অসহায়েরে ধেয়ে।

রক্ষা করার কে আছে কোথায়
প্রশাসন পিছন হয়ে দ্রুত যে পালায়।

সাম্প্রতিক

সুদীপা বসু

রাজ্যে এখন
খুন ধর্ষণ
উন্নয়নের বান
পুব পশ্চিম
উত্তর দক্ষিণ
রোজ লেখা শিরোনাম

প্রতিক্রিয়াশীল
দরজায় খিল
মাসোহারা পায় বেশ
পরিবর্তনে রূপ বদলে
মানুষ থেকে মেষ

বুদ্ধিজীবী বৃত্তিজীবী
উন্নয়নের ফাঁসে
ঘটনা ঘটলে
মুখটি বন্ধ
গদ্যে পদ্যে ভাসে

চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়
বেশ আছে সব সুখে
ঘরের মেয়েরা
হঠাৎ হাওয়া
উন্নয়নের বুকে

কি দীনকাল
মাকড়ের জাল
হেথায় হোথায় বোনা
রাজ্যপাটে
উঠছে লাটে
শিকেয় পড়াশোনা

তোলা তুলে
হচ্ছে বেহাত
সরকারি সব নথি
শহর গ্রামে
উন্নয়নে
ফাটাফাটি দুর্নীতি

যুবসমাজ
গোল্লায় আজ
স্বাস্থ্য শিক্ষা শেষ
মদ মাংসে
খাসা আছে
উন্নয়নের রেস

খাচ্ছে লুটে
নেতারা আজ
বাজছে যে সংগীত
দাম বাড়ছে
শাসক খেলছে
চু কিৎ কিৎ কিৎ।

বৈচিত্র্যের চিত্র

কুশল দে

এত আবাসন
এত দূষণ
এত যুদ্ধ বিধ্বস্ত মন
এত গরল সাগর মন্থন
এত নক্ষত্র পতন
তবুও আজও মধ্য রাতে
আমার বাড়ি বনপাহাড়ী
পৃথিবীর চারপাশে
কোকিল ডাকে
ডাকে পাপিয়া দোয়েল
আর ডাকে লক্ষ্মী বাহন
আঁধার সবুজ পাতার ফাঁকে
এত বৈচিত্র্যের মধ্যেও
নিশ্চুপ পৃথিবী ঘোরে
সূর্যের চারপাশে

শান্তি চাই

নন্টুকুমার মণ্ডল

নীল আকাশ ঢেকে যায়
কালো মেঘের ঘনঘটায়,
শান্ত সমুদ্রে সুনামির ফণা
লাখো কোটির ক্রোধ
পর্বত সমান আছড়ায়।
দেশময় মাতা আজ ধর্ষিতা-মৃতা
মুখোশধারী কুচক্রীরা
মুখ ঢাকে কুয়াশায়।
বজ্র কণ্ঠে ধ্বনিত আওয়াজ
নেকড়ে, কুচক্রীদের বিচার চাই
ছিন্ন হোক কুয়াশার জাল,
কঠোর কঠিন শাস্তি চাই।

এ মুহূর্তে কাশ্মীর

জমর সাহানী

কাশ্মীরে নগ্ননৃত্য করছে
মানুষখেকো নররাক্ষসেরা (জঙ্গি)
মারা যাচ্ছে মানুষ কত

এ মুহূর্তে
দরকার গান নয়
শুধু গর্জন শুধু গর্জন
প্রতিবাদের গর্জন প্রতিরোদের গর্জন
বন্দুকের নল থেকে ছুটন্ত
গুলিবর্ষণের গর্জন

ভূস্বর্গের
প্রিয় পশুপাখিরা বসন্তের
মৃদু বাতাসেরা শোন—
ঝোড়ো হাওয়ায়
কাঁপাও সবুজ পরিবেশ
হে ভূকম্প! এসো
সাদর আমন্ত্রণ
হত্যাকারী রাক্ষসদের কেড়ে নাও
পায়ের তলার মাটি
ধ্বংস হোক! ধ্বংস হোক!
অশুভ অমানবিক কুকর্ম যত।

আহ্বান

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

দুরন্ত প্রাণ, এই ব্যবধান, ভাঙতে ভাঙতে ছোটে
ছুটতে ছুটতে, ফুটতে ফুটতে, নতুন সূর্য ওঠে

দুরন্ত প্রাণ, প্রাণে প্রাণে গান, আবিরে রাঙানো পথ
পথে পথে ঢেউ, দূরে ডাকে কেউ, অন্তরে এ শপথ।

শপথের আলো, এই দীপ জ্বালো, এখানে পথের টান
প্রাণের রঙেতে, আনন্দে মেতে, জীবনের জয়গান

সূর্যের আলো, মুছে দেয় কালো, আবিরে রাঙানো ছবি
এ ছবি থাকবে, জীবন ডাকবে, হৃদয়ে বিশ্বকবি।

নপুংসক

দুর্গাদাস ব্যানার্জী

তোমার ছিন্নভিন্ন শরীরে,
তোমার খোলা বুকের চারদিকে
শুকনো রক্ত রেখা, আর কালশিটে।
বিছেদের হুলে, হায়নাদের কামড়ে,
তোমার বিষণ্ণ বিবর্ণ শরীর জুড়ে
কদর্য সভ্যতার নানা লিপি লেখা।
তোমার শরীরের যন্ত্রণা ছাপিয়ে
পলকহীন নিথর দুটো চোখে
একরাশ কঠিন প্রশ্ন আঁকা,
কঠোর ভর্ৎসনায় মাখা।
মর্গে পড়ে থাকা তোমার ঠাণ্ডা শরীর,
মাছের চোখের মত অপলক চোখ,
ফাটা কাঠের মত শুকনো ঠোঁট,
আমাকে অপরাধী করে ওরা,
দাঁড় করায় কাঠগড়ায়।
এই বৃহন্নলা সমাজে আমিও এক নপুংসক,
অনেকটা মহাভারতের সেই ক্লীব উত্তরা।

নড়েছে টনক

শম্ভু ঘোষ

সন্ত্রাসমুক্ত কাশ্মীর
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক আশ্বাসে
তিনশো সত্তর ধারা বাতিল
ভয় নাই আর সন্ত্রাসে।

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আরোহনে
পর্যটক হয়েছে অধীর
একটি পাথরও ছুটবে না
নিশ্ছিদ্র পাহারার প্রাচীর।

সুশোভিত দীর্ঘ তরুশ্রেণী
আচ্ছাদিত পর্বত পহলগাম
মনোরম পরিবেশে গিয়ে
নর-নারী লভে যে বিশ্রাম।

সরকার দিয়েছে আশ্বাস
প্রত্যহ আসে পর্যটক
সন্ত্রাসীদের নির্মম আঘাতে
প্রতিরক্ষার নড়েছে টনক।

কবি নজরুল :
''হিন্দু না ওরা মুসলিম
ওই জিজ্ঞাসে কোন জন
কাণ্ডারী বলো ডুবিছে
মানুষ সন্তান মোর মার।''

এমন নয়

দেবব্রত হাতী

এমন নয় শুধু আমিই লিখছি
এমন নয় শুধু আমিই পড়ছি
এমন নয় শুধু আমিই বলছি
এমন নয় শুধু আমিই শুনছি

এমন নয় শুধু আমিই লেখক,
এমন নয় শুধু আমিই পাঠক
এমন নয় শুধু আমিই বক্তা
এমন নয় শুধু আমিই শ্রোতা

সবগুলো মিলেমিশে একাকার
হয়ে যাওয়ার নাম মানববন্ধন
যা শুধু শক্ত গিঁটে বাঁধতে পারে
তার নাম বিশ্ব মানবতাবাদ।

গলসীতে যুবদের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ২৩ মে : গলসী সিনেমা হলের সামনে থেকে ৯টি অঞ্চলের শত শত মহিলা ও যুবক তাদের দাবি সনদের সমর্থনে মানুষের নজর কেড়ে উপস্থিত হয় বিডিও অফিসর চত্বরে। মনরেগা প্রকল্পের সকল জব কার্ড হোল্ডারদের ১০০ দিনের কাজ দিতে হবে। কাজ না দিলে ভাতা, নতুন জব কার্ড দিতে হবে। আবাস যোজনায় আবেদনকারীদের নিরপেক্ষভাবে আবাস প্রকল্পের ঘর দেওয়ার ব্যবস্থা, সকল গরিব শ্রমজীবী মানুষকে ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ। ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির বেহাল অবস্থা দূর করা। গলসী-২ ব্লকের খানা জং থেকে সামড়া হয়ে হলদি যাবার যে প্রধান রাস্তা তার অতিদ্রুত সংস্কার। ডেপুটেশন চলাকালীন একটি সভা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন যুব নেতা সোনা মুখার্জী, সংগঠনের গলসী-২ সম্পাদক মনসিজ হোসেন, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য চন্দন সোম ও জেলা সম্পাদক সুভাশীষ মিত্র। সভায় সভাপতিত্ব করেন দেবব্রত দাস। রাজীব সামের নেতৃত্বে ৫ জনের প্রতিনিধিদল ডেপুটেশন এ যান। ডেপুটেশন এ অংশগ্রহণ কারীদের চাপে বিডিও বিভিন্ন এলাকা থেকে ১২ জন মহিলা প্রতিনিধিদের অংশ নিতে দেন।

শিক্ষানিকেতনে চন্দন গাছ চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২২ মে : মেমারি-১ ব্লকের দলুই বাজার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কলানবগ্রামের জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা ডি.আই.টি.ই-এর ভিতরে লাগানো মূল্যবান দুটি চন্দন গাছ গত ১৯ মে রাতে চুরি হয়। গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে ৬ দফা দাবিপত্র তুলে দেওয়া হয় ট্রেনিং সেন্টারের প্রিন্সিপাল প্রদীপ কুমার বিশ্বাসের হাতে। দাবিগুলোর মধ্যে প্রধান হলো ট্রেনিং সেন্টারের চারপাশে সিসিটিভি লাগানোর ব্যবস্থা করা হোক। গ্রামবাসীদের অভিযোগ প্রিন্সিপালের ঘরের পাশ থেকে আনুমানিক ১০ থেকে ১২ লক্ষ টাকার চন্দন গাছ কেটে চুরি হয়ে গেলো আর তিনি জানতে পারলেন না, এটা কী করে হয়।

এবিষয়ে প্রিন্সিপাল বলেন, মেমারি থানা, ফরেস্ট অফিস ও সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টে তিনি সবকিছু জানিয়েছেন। পুলিশ তদন্ত করছে।

—দুয়ের পাতার পর

বিদ্রোহী কবি ও নেতাজি

আমরা এমন প্রাণময় কবিতা লিখতে পারি না। নজরুলকে বিদ্রোহী কবি বলা হয়। এটা সত্য কথা। তাঁর অন্তরটা যে বিদ্রোহী তা স্পষ্ট বোঝা যায়। আমরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাব—তখন সেখানে নজরুলের যুদ্ধের গান গাওয়া হবে। আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সর্বদাই ঘুরে বেড়াই। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় জাতীয় সংগীত শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু নজরুলের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরুর' মতো প্রাণ-মাতানো গান কোথাও শুনেছি বলে মনে হয় না, কবি নজরুল যে স্বপ্ন দেখেছেন সেটা শুধু তাঁর নিজের স্বপ্ন নয়—সমগ্র বাঙালি জাতির। নজরুলের গান সুভাষচন্দ্রের খুব প্রিয় ছিল। স্নান করতে করতে তিনি সবসময় নজরুলের গান করতেন। সুভাষচন্দ্রের নজরুলের জনপ্রিয় গান 'এই শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল' খুব পছন্দের ছিল।

১৯২৫ সালের ১৩ ডিসেম্বর নজরুলের সম্পাদনায় 'লাঙ্গল' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সুভাষচন্দ্র বসুর ৩০তম জন্মদিনে সুভাষচন্দ্র বসুর বাল্য জীবনের কথা, বিলেত থেকে বিভিন্ন জনকে লেখা পত্র, দেশবন্ধু সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের চিঠি ও শুভেচ্ছা পত্রসহ 'লাঙ্গল' পত্রিকায় নজরুল প্রকাশ করেন।

১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র বসু কাজী নজরুল ইসলামকে অধিবেশনের সাংস্কৃতিক বিভাগের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। নজরুল 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' সংগীতটি পরিবেশন করে সকলকে উজ্জীবিত করেন। ১৯২৮ সালে অ্যালবার্ট হলে নজরুলকে সংবর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। আবার পার্কসার্কাসে একটি সভায় সুভাষচন্দ্র বসু সামরিক পোশাক পরে g.o.c সভা পরিচালনা করেন। অ্যালবার্ট হলের সভাতেও সুভাষচন্দ্রের মতো নজরুল সৈনিকের পোশাকে যোগদান করেন। সেই সভায় ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি বক্তৃতা করেন এবং নজরুলকে তাঁর প্রিয় গানগুলি গাইবার জন্য অনুরোধ করেন। সভায় এই দুই মহাপুরুষের উপস্থিতি আবেগ ও আন্তরিকতায় ভরে ওঠে।

পরিশেষে বলা যায় ১৯৩৫ সালের পর থেকেই নেতাজির রাজনৈতিক ক্ষেত্রে টানাপোড়েন চলতে থাকে। কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হন। ১৯৪১ সালের ১৬ জানুয়ারি মধ্যরাতে তিনি ছদ্মবেশে গৃহত্যাগ করেন। অন্যদিকে নজরুল তখন গান রচনা করছেন, সুর দিচ্ছেন। পুত্র বুলবুলের মৃত্যুর পর তাঁর অসহায় মন শুধুমাত্র গানের মধ্যেই আশ্রয় পেল। দুজনাই ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ ও দেশভাগের বিরোধী। তাই নজরুল নবযুগ পত্রিকায় ব্যঙ্গ করে লেখেন 'পাকিস্তান না ফাঁকিস্তান'। নেতাজি যখন অন্তর্ধান হলেন, উত্তর কলকাতায় একটি সভায় কাজী নজরুল ইসলাম নেতাজির জন্য অশ্রু বর্ষণ করেছিলেন।

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 7908059947 (Fazlul), 8918256074 (Madhu)
E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

"মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান"

বিদ্রোহী কবি

কাজী নজরুল ইসলামের

জন্মবার্ষিকীতে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য।

আমরা কবির স্মরণে তাঁর জন্মক্ষেত্রের কাছে আসানসোলে তাঁর নামে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় করেছি, ওই অঞ্চলেই অন্ডালে আমাদের গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দরের নাম রেখেছি কাজী নজরুল ইসলাম এয়ারপোর্ট। তাঁরই প্রতি শ্রদ্ধায় করেছি 'নজরুল তীর্থ' এবং 'পশ্চিমবঙ্গ কাজী নজরুল ইসলাম আকাদেমি'। প্রকাশ করেছি কবির উপর নানা গবেষণা-গ্রন্থ।

কবি আমাদের নিত্য-স্মরণীয়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

R.O. Number 181(7)/ICA/PUB/BDN(ADVT) Date : 23.05.2025

ওয়েবকুটার সাধারণ সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৭ মে : সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ওয়েবকুটার সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংগঠনের প্রাথমিক ইউনিট, আহ্বায়ক ও সাধারণ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিগত বছরের কার্যবিবরণী পেশ করেন বিদায়ী সম্পাদক মুন্সী আজিম্বর রহমান। ১১ জনের কার্যকরী কমিটির প্রস্তাবও পেশ করেন তিনি যা সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়। প্রবীর দাশ ঘোষ সভাপতি, ধনঞ্জয় চ্যাটার্জী সম্পাদক ও কৌশিক চ্যাটার্জী কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। ওয়েবকুটার ভূমিকার কথা আলোচনা করেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীহার রক্ষিত। সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন নির্বাচিত সম্পাদক ধনঞ্জয় চ্যাটার্জী।

পুলিশ ফাঁড়ির উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৪ মে : ধাত্রীগ্রাম তাঁত কাপড় হাট ভবনে উদ্বোধন হয় ধাত্রীগ্রাম পুলিশ ফাঁড়ির। উদ্বোধন করেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক আয়েশা রানী, পুলিশ সুপার সায়ক দাস, মহকুমা শাসক শুভম আগারওয়াল, মহকুমা পুলিশ অফিসার রাকেশ চৌধুরী প্রমুখ।

ক্ষতিপূরণের দাবি কৃষক ঐক্যমঞ্চের

—প্রথম পাতার পর

মঞ্চ। উল্লেখ্য, আন্দোলনরত কৃষকেরা প্রত্যেকেই জমি দিতে ইচ্ছুক এবং এই সার্বিক উন্নয়নের কাজে বাধা দেওয়ার তাঁদের কোনো অভিপ্রায় নেই। কিন্তু, উপযুক্ত ও ন্যায্য ক্ষতিপূরণ ছাড়া কৃষক ঐক্য মঞ্চের আন্দোলনরত কৃষকেরা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোনোরূপ সহযোগিতা না করার বিষয়ে অনড়।

সারা ভারত কৃষক সভা কৃষকদের এই ন্যায্য দাবিকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে এবং তাঁদের এই ন্যায্য আন্দোলনে সার্বিক সহযোগিতা করার কথা জানিয়েছে। ২১ মে খণ্ডঘোষের বোঁয়াইচণ্ডীতে এই মৌজার চাষিরা মিলিত হয়ে কৃষক ঐক্য মঞ্চের ব্যানারে একটি সভাও করেন। এরপরই তাঁরা 'অসহযোগিতা আন্দোলন' শুরু করেন। এই অসহযোগিতা আন্দোলন কমিটির আহ্বায়ক শেখ শাহজাহান বলেন, সড়ক নির্মাণের জন্য তাঁরা ন্যায্য ক্ষতিপূরণ না পেলে জমি দেবেন না। তিনি বলেন, জমির মূল্য নির্ধারণে এলাকাগতভাবে যাচাই করার কাজ সরকার করেনি। কারও কাছে জানতেও চায়নি। পুরনো আইন অনুসারে তারা ক্ষতিপূরণ দিতে চাইছেন। শাহজাহান এদিন বলেন, এমন অনেক চাষি আছেন যাঁদের সবটুকু জমিই চলে যাচ্ছে। কিন্তু, তাঁদের জন্য সরকারের কোনও বিকল্প কর্মসংস্থান বা অন্য কোনও সাহায্যের বিষয়ও কিছু জানানো হয়নি। সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য কমিটির সদস্য বিনোদ ঘোষ বলেন, এলাকার চাষিরা জমি দিতে প্রস্তুত। কিন্তু, তাঁদের যেমন ন্যায্য মূল্য দিতে হবে তেমনি সরকারকে বিকল্প ব্যবস্থাও করতে হবে। এব্যাপারে প্রশাসন উদাসীন। জেলাশাসক আয়েশা রানি বলেন, চাষিদের আন্দোলনের বিষয়টি শুনেছি। এব্যাপারে চাষিদের সঙ্গে আলোচনা করেই সমস্যার সমাধান করা হবে।

—প্রথম পাতার পর

শহিদ দিবসে রক্তদান

আলোচনা করেন সম্পাদক সম্বরণ প্রামাণিক। রক্তদান শিবিরে মোট ৪০ জন রক্তদান করেন, এর মধ্যে ১১ জন মহিলা রক্তদাতা। ৩৬জন মরণোত্তর দেহদানের অঙ্গীকার করেন।

অনুষ্ঠানে সবিতা চ্যাটার্জী ১৫ হাজার টাকা, অধ্যাপিকা সঞ্জীদা পাল শিবশঙ্কর সেবা সমিতিকে ১৫ হাজার টাকা ও 'নতুন চিঠি' পত্রিকাকে ১০ হাজার টাকার চেক দেন। দীপিকা মণ্ডল তাঁর পিতা মুক্তিপদ ঘোষের স্মৃতিতে ১০ হাজার টাকা সেবা সমিতির উন্নয়নের জন্য সাহায্য করেন। ডাঃ তুষার কান্তি বটব্যাল ধন্যবাদ জানান।

Editor : Jyotirmay Bhattacharya, Printed & Published by Dinesh Jha on behalf of Natun Chithi Trust from 62 B.C Road, Anita Cinema Lane, Bardhaman-713101, Printed at Sadhana Press 11, J. B. Mitra Road Burdwan-713104, Dist. Purba Bardhaman, Mobile : 9434251586,
Mail : weeklynatunchithi@gmail.com, Price : Rs. 2/-